বিস্ফোরক দ্রব্য নয়, ছিল বালি আর মাটি

কোনো বিস্ফোরক দ্রব্য নয়, মাটি আর বালি দিয়ে ভরা ছিল গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজার থেকে উদ্ধার কিশোর গ্যাং এর নামে রাখা সেই বোমার ভিতর।

গাংনী থানা পুলিশের বোমা বিস্ফোরক অভিজ্ঞ টিম বোমাটি নিস্ক্রিয় করার পরে সেটাই মিললো কসটেপ মোড়ানো সেই কৌটা থেকে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এমনটিই জানিয়েছেন।

তিনি জানান, গভীর রাতে বামন্দী পুলিশ ফাঁড়িতে বোমা সাদৃশ্য বস্তুটি নিস্ক্রিয় করা হয়। এসময় দেখা যায় ওই বস্তুটির ভিতরে বালি ও কাঁদায় ভরা। কৌটার উপরে লাল টেপ মোড়ানো।

উল্লেখ্য, সোমবার সকালের দিকে বামন্দী বাজার থেকে লাল কসটেপ মোড়ানো একটি বোমা দেখে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ বোমাটি উদ্ধার করে ফাঁড়িতে নেন। বোমার গায়ে লেখা ছিল “সাবধান কিশোর গ্যাং”।

মেহেরপুরে হারিয়ে যাওয়া ১৩ টি মোবাইল ও ৬৮ হাজার টাকা ফেরত পেলেন প্রকৃত মালিকরা

হারিয়ে যাওয়া এবং চুরি হওয়া ১৩ টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ও বিকাশে ভুলক্রমে চলে যাওয়া তিন ভিকটিমের ৬৮ হাজার টাকা ফেরৎ পেলেন প্রকৃত মালিকরা।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম রবিবার (১৩ নভেম্বর)

দুপুরে নিজ কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইল ফোন ও টাকার প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেন। এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন থানার সাধারণ ডাইরি(জিডি) ও অভিযোগের ভিত্তিতে মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যম এসব ফোন ও টাকা উদ্ধার করেন। মোবাইল ফোন ও টাকা পেয়ে ভুক্তভোগীরা বাংলাদেশ পুলিশ এবং মেহেরপুর সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

গাংনীতে দুই বাড়িতে চুরির ঘটনায় চোর সন্দেহে ৫ জন গ্রেফতার

গাংনী উপজেলা শহরের চৌগাছা গ্রামে দুই বাড়িতে চুরির ঘটনায় চোর সন্দেহে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
এরা হলো গাংনী পৌর শহরের পূর্ব মালশাদহ গ্রামের মৃতু আব্দুস শুকুরের ছেলে আব্দুল হালিম (২১), গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে রবিউল ইসলাম (২১), পৌর এলাকার ফতাইপুর গ্রামের বাহারুল ইসলামের ছেলে নাহিদ হোসেন (১৯) একই গ্রামের মামুনের ছেলে জনি (৩০) ও ধর্মচাকী গ্রামের ইন্তাজুল হকের ছেলে রাশেদুল ইসলাম (২১)।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে গাংনী থানা পুলিশের একাধিক টিম পৃথক অভিযান চালিয়ে এই ৫ জনকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত এসব আসামিদের নামে এর আগেও চুরির অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানান।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর আদালতে নেয়া হয়েছে। তাদের রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল (১০ নভেম্বর) সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চৌগাছা গ্রামে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস স্টাফ রোজিফা খাতুন ও ব্যবসায়ী আক্তারুজ্জামানের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এতে ওই বাড়ি দুটি থেকে ১৫ ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার ও নগদ ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা চুরির ঘটনা ঘটে।
এঘটনায় রোজিফা খাতুন বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৪৫৪/৩৮০ ধারায় একটি চুরির মামলা দায়ের করেন যার নং ১৫, তারিখ ১১/১১/২০২২ ইং।

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৮ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৩ জন, মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ২ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২ ও সিআর মামলার ১ আসামি গ্রেফতার করেছেন।

সোমবার সকাল থেকে আজ মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) মনোজিৎ কুমার নন্দী ও মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে এসব অভিযান চালানো হয়। পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার (৮ নভেম্বর) সকাল ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

নেতাকর্মীরা শান্তিপুর্ণ মিছিল করছিলো। সেখানে বিএনপির নেতাকর্মীরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে আমাদের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মীকে আহত করেছে। তারা আমার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করেছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, পুলিশের উপস্থিতিতে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের উপর হামলা করা হয়েছে।

এদিকে জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ বলেন, আমরা শান্তিপুর্ণ ভাবে বিপ্লব ও সংহতি দিবসের প্রোগ্রাম করছিলাম। সেখানে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়। যুবলীগ নেতার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ভাংচুরের বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আবুল বাশার বলেন, উভয় পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। শহরে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৫ জন আটক

মেহেরপুর পুলিশের গত ২৪ ঘন্টার অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৫ জন আসামি আটক হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ১ আসামি রয়েছে। রবিবার সকাল থেকে আজ সোমবার (৭ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত সদর থানা ও গাংনী থানার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এই আসামি গ্রেফতার করে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) মনোজ কুমার নন্দীর নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযানে অংশ নেন।

এসময় মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৫ গ্রাম হেরোইন, ২ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার হয় এছাড়া গাংনী থানায় ১৩০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে। সদর থানায় ৩ টি ও গাংনী থানায় ২ টি সহ ৫ টি মামলা

এফআইআরভূক্ত করা হয়।

আটকদের আজ সোমবার (৭ নভেম্বর) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১৫ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্তসহ ১৫ আসামি গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে নিয়মিত মামলায় ৮ জন, আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৪ ও সিআর মামলায় ৩ জন আসামী রয়েছে।

মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) সকাল থেকে আজ বুধবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
পুলিশ সুপার মো:রাফিউল আলমের নির্দেশে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।
পুলিশের সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বুধবার (২৬ অক্টোবর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে স্ত্রী হত্যার পর স্বামীর আত্মহত্যা

স্ত্রী সাবিনা খাতুনের হত্যার পর স্বামী বিদ্যুত হোসেনের আত্মহত্যা করেছেন।

বুধবার (২৬ অক্টোবর) বেলা দেড়টার দিকে বাড়ির পাশে জনৈক আনসার আলীর বাঁশবাগানে তার ঝুলন্ত মরদেহ দেখে গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, খবর পেয়ে আমিসহ একটি টিম ঘটনাস্থলে রওনা দিয়েছি। ঘটনাস্থলে গিয়ে বিস্তারিত জানাতে পারবো।

স্থানীয়রা জানান, গতরাতের কোনো এক সময় বিদ্যুত তার পঞ্চম স্ত্রী সাবিনা খাতুন (৩২) কে মাথায় শক্ত কোনো কিছু দিয়ে আঘাত করে থেতলিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে সুরোতহাল রিপোর্ট শেষে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠান।
নিহত সাবিনার মা নিছারননেছা জানান, গত তিনদিন সে তার শশুর বাড়ি কুমারীডাঙ্গা গ্রামে অবস্থান করছিল। গতকাল (মঙ্গলবার) সকালের দিকে স্ত্রীসহ নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। পরে স্ত্রী সাবিনা খাতুন বাবার বাড়ি ফিরে যাবার জন্য তার পিতার বাড়িতে ফোন করেন। বিকালের দিকে সাবিনা খাতুনের ভাইসহ পরিবারের অন্যান্য লোকজন সাবিনা খাতুনকে নিতে আসলে বিদ্যুত ও তার চাচাত ভাইরা মিলে সাবিনার ভাই ও আত্মীয় স্বজনকে মারধর করে তাড়িয়ে দেই। এঘটনার পর রাতেই সাবিনাকে নির্মমভাবে মাথায় আঘাত করে থেতলিয়ে হত্যা করে বিদ্যুত।

ইতোমধ্যে গ্রামের লোকজন স্বামী বিদ্যুত হোসেনের সন্ধান করতে থাকে। হঠাৎ বাড়ির পাশে একটি বাঁশবাগানে তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান।
স্থানীয়দের ধারণা, বিদ্যুত তার স্ত্রীকে হত্যার পর গ্রেফতারের ভয়ে পালাতে না পেরেই আত্মহত্যা করেছেন।
স্থানীয়রা জানান, বিদ্যুত হোসেন বিগত চার বছরে কবিতা খাতুন, আখি খাতুন, জান্নাতুন নেছা, ইসমত আরা ও সবশেষে সাবিনা খাতুনকে বিয়ে

করে।
তার শারীরিক সমস্যার কারণে তার চারটি স্ত্রী তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। তার পঞ্চম স্ত্রীও তাকে তালাক দিতে চাওয়ায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করে নিজেও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলো বলে ধারণা করছেন এলাকাবাসি।

উল্লেখ্য, বিদ্যুত গত চার বছরে মোট ৫ জন নারীকে বিয়ে করলেও প্রতিটি স্ত্রী এক সপ্তাহ বা ১৫ দিন থাকার পর তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। সাবিনা খাতুনকে প্রায় ১ মাস পূর্বে বিয়ে করেন। এদিকে ঘটনাস্থলে মেহেরপুরের এএসপি সার্কেল অপু সরোয়ার, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ ও নিয়মিত মামলায় ২ আসামি গ্রেফতার করেছে।

সোমবার দিবাগত রাতে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশ মারামারির অভিযোগে নিয়মিত মামলায় ২ আসামি ও সদর থানা পুলিশ আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার (২৫ অক্টোবর) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সদর ও গাংনী থানা পুলিশ সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

[redacted]

[redacted]